প্রেস রিলিজ । ১৪ মে ২০১৭

International Labour Organization

MEDIA RELEASE

বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্পের জন্য রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি)

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পখাতে নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি) নামক একটি সংস্কারকাজ সমন্বয় কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়েছে আজ রোববার, ১৪ মে ২০১৭ । ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ-এর অধীনস্থ গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে সংস্কার কাজ তদারকি করবে আরসিসি ।

আরসিসিতে কর্মী হিসেবে থাকবেন নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো যেমন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক), গণপূর্ত অধিদপ্তর, বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক এর দপ্তর এবং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ)-র প্রতিনিধিরা । প্রাথমিকভাবে সংস্কার কার্যক্রম নিরীক্ষন করতে তাদের প্রযুক্তিগত সহায়তা দেবেন বেসরকারি খাতের প্রকৌশলীরা ।

বাংলাদেশ সরকার, বিজিএমইএ ও বিকেএমই-এর সহযোগিতায়, ট্রেড ইউনিয়ন ও আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর প্রযুক্তিগত সহায়তায় আরসিসি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । কানাডা, নেদারল্যান্ডস এবং যুক্তরাজ্য এর অর্থায়নে ভূমিকা রেখেছে।

আরসিসির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক বলেন, "বাংলাদেশ সরকার পোশাক শিল্পে নিয়োজিত কর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । সকল পোশাক কারখানার সংস্কার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে ।"

প্রাথমিকভাবে আরসিসি ১২৯৩টি কারখানা নিয়ে কাজ করবে। তবে নতুন কারখানা স্থাপিত হলে এবং তা ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ-এর অন্তর্ভুক্ত হলে, অথবা কোনো কারখানা অন্য দুটি পরিদর্শনকারী জোট অ্যাকর্ড বা অ্যালায়েন্স থেকে বেরিয়ে আসলে এই সংখ্যার পরিবর্তন হবে । আরসিসির উদ্দেশ্য হলো কারখানার নিরাপত্তা পরিদর্শন এবং লাইসেন্সিং-এর জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী, সমন্বিত পদ্ধতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা । ক্রমান্বয়ে আরসিসি একটি ওয়ান স্টপ সেবাকেন্দ্রে রূপান্তরিত হবে যেখান থেকে কারখানার স্থাপনা, অগ্নি, বৈদ্যুতিক এবং ভোগদখল সংক্রান্ত অনুমতিপত্র সংগ্রহ করা যাবে । এছাড়াও আরসিসি দেশীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর দক্ষতা এবং তাদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে অবদান রাখবে ।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কান্ট্রি ডিরেক্টর শ্রীনিবাস রেড্ডি বলেন, "তৈরী পোশাক কারখানাগুলোতে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে আরসিসি একটি প্রধান পদক্ষেপ । এটি একটি বাস্তবসম্মত প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংস্কার কাজের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরী হবে এবং দীর্ঘ মেয়াদে সকল শিল্পখাত এর দ্বারা উপকৃত হবে ।"

২০১৩ সালের এপ্রিলে রানা প্লাজা ধসের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সকল রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস কারখানার কাঠামোগত, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন অবিলম্বে অগ্রাধিকার পায় । বাংলাদেশ অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি (অ্যাকর্ড) ও অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেফটি (অ্যালায়েন্স) নামক দুইটি ক্রেতাজোট ২২৩০টি কারখানা পরিদর্শন করে যেখান থেকে তাদের সদস্যরা তৈরী পোশাক সংগ্রহ করে থাকে । অবশিষ্ট ১৫৪৯টি কারখানার মূল্যায়ন করা হয় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) দ্বারা সমর্থিত একটি জাতীয় উদ্যোগ (ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ)-এর মাধ্যমে । (এর মধ্যে কিছু কারখানা ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে; আরসিসি কাজ করবে বর্তমানে সক্রিয় ১২৯৩টি কারখানা নিয়ে ।)

প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে আরসিসির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক; শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মিকাইল শিপার; কানাডার হাইকমিশনার বেনোইট পিয়েরে লারামি; নেদারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত লিওনি কুয়েলিনেয়ার; বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের (বিইএফ) সভাপতি সালাউদ্দিন কাশেম খান; তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান; বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সহসভাপতি এ এইচ আসলাম সানি; ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ফর ওয়ার্কার্স এডুকেশনের (এনসিসিডব্লিউই) মহাসচিব আশিকুল ইসলাম; ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিলের (আইবিসি) মহাসচিব কুতুবউদ্দীন আহমেদ এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক মো. শামসুজ্জামান ভূঁইয়া ।

আরসিসির কার্যালয় ঢাকার কারওয়ান বাজারে প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড ভবনে অবস্থিত ।

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: স্টিভ নিডহ্যাম, ০১৭৮ ৭৬৮ ০৯৯৫, needham@ilo.org, বা
অঙ্কিতা সাদমান, ০১৭৪ ৯৩১ ০৯৪০, shadman@ilo.org